রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৫, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭/১৪ জুন ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১২৯—দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, প্রথিতযশা গবেষক, খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান গত ১৪ মে ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

২। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭/০৮ জুন ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৮.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ০৮ জুন ২০২০

দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, প্রথিতযশা গবেষক, খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান গত ১৪ মে ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

জনাব আনিসুজ্জামান ১৯৩৭ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর পরিবারের সঙ্গে তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন।

জনাব আনিসুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯৫৬ সালে বাংলায় সম্মানসহ স্নাতক ও ১৯৫৭ সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পরে, ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী জনাব আনিসুজ্জামান মাত্র ২২ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে, ১৯৬৯ সাল থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যবিষয়ে অধ্যাপনার পর ১৯৮৫ সালে পুনর্বার তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন এবং এখান থেকেই তাঁর সুদীর্ঘ প্রায় চার দশকের পেশাগত জীবনের সমাপ্তি টানেন। এ ছাড়া, জনাব আনিসুজ্জামান প্যারিস ইউনিভার্সিটি, নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো এবং বিশ্বভারতীর ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেও কাজ করে গেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমরিটাস প্রফেসর এবং বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসাবেও অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব আনিসুজ্জামান ছাত্রজীবন থেকেই সকল প্রগতিশীল ও স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বৈরাচারবিরোধীসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রশংসনীয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল এবং তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের প্রতি ছিলেন অবিচল ও প্রত্যয়শীল। বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর সাহসী ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। যুদ্ধকালে তিনি ভারতে গমন করে প্রবাসে গঠিত শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দেশগঠনের লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আনিসুজ্জামান।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গঠিত 'ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন'-এর অন্যতম সদস্য ছিলেন জনাব আনিসুজ্জামান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচনাকালে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি এর প্রমাণ্য ভাষ্য হিসাবে প্রণয়নীয় বাংলা ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে মুখ্য দায়িত্ব পালন করেন প্রথিতযশা এই শিক্ষাবিদ যা অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে তিনি সম্পন্ন করেন।

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান শিকাগো ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। জাতিসংঘের একটি গবেষণা-প্রকল্পে তিনি পাঁচ বছর যুক্ত ছিলেন। তাঁর লিখিত বিপুলসংখ্যক রচনা ও গবেষণাগ্রন্থ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রাজ্ঞ এই শিক্ষাবিদের রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে - 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'স্বরূপের সন্ধানে', 'পুরনো বাংলা গদ্য', 'বাঙালি নারী', 'সাহিত্যে ও সমাজে', 'Creativity, Reality and Identity', 'Cultural Pluralism', 'আমার একাত্তর', 'মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর', 'শব্দসংগ্রহ' এবং 'শব্দকোষ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে –একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'পদ্মভূষণ' এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট প্রভৃতি। এ ছাড়া, সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০১৫ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়।

দেশবরেণ্য জনপ্রিয় শিক্ষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাজ্ঞ গবেষক, একনিষ্ঠ সমাজ-সচেতন ব্যক্তিত্ব জনাব আনিসুজ্জামান ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ছিলেন স্নেহপরায়ণ একজন আদর্শ ও দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক। তিনি ছিলেন বিনয়ী, সদালাপী, পরমতসহিষ্ণু, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন উদারনৈতিক মানুষ। তাঁর জীবনচেতনা ও কর্মে ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা, গবেষণার মধ্য দিয়ে এর সমৃদ্ধি অর্জন, এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণ এবং জাতির গণতান্ত্রিক মানসগঠনের নিরন্তর প্রয়াস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। শেখ হাসিনার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে জনাব আনিসুজ্জামানের ছিল নিবিড় আত্মিকবন্ধন। তিনি আমৃত্যু এই মমত্ববোধ লালন করে গেছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শিক্ষা, সাহিত্য, গবেষণা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অপরিমেয় অবদানের জন্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামান জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও গবেষণার অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, উচ্চমার্গীয় শিক্ষাবিদ ও গবেষককে হারাল, হারাল আলোর দিশারি এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে।

মন্ত্রিসভা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক, (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd